(একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সংস্কার শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mora.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১৬.০০.০০০০.০২০.০২.০০২.২৩.২২২ তারিখ: ১৬ আষাঢ় ১৪৩১
৩০ জুন ২০২৪

বিষয়: **ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি'র সংযোজনী ৬: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রম [১.২.১] ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদ করা হয়েছে (৪র্থ ত্রৈমাসিক: এপ্রিল-জুন ২০২৪)। হালনাগাদকৃত ডাটাবেজ পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

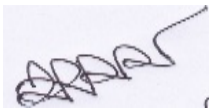

৩০-৬-২০২৪
আজম উদ্দীন তালুকদার
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: +৮৮-০২-৫৫১০১১৬৮
ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯৫১২২৮৬
ইমেইল: cord_sec@mora.gov.bd

সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

দৃষ্টি আকর্ষণঃ যুগ্মসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), ই-গভর্নেন্স-২ অধিশাখা , মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

স্মারক নম্বর: ১৬.০০.০০০০.০২০.০২.০০২.২৩.২২২/১(৫) তারিখ: ১৬ আষাঢ় ১৪৩১
৩০ জুন ২০২৪

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), উন্নয়ন অনুবিভাগ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২) উপসচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), সমন্বয় ও সংস্কার অধিশাখা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৪) সিস্টেমস এনালিস্ট, আইসিটি শাখা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৫) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

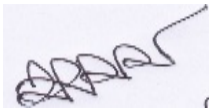

৩০-৬-২০২৪
আজম উদ্দীন তালুকদার
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিষয়ঃ ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ (৪র্থ ত্রৈমাসিক: এপ্রিল/২০২৪ থেকে জুন/২০২৪)।

ক্রম	ইতঃ পূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	চালুকরণের স্থান ও তারিখ	মন্তব্য
(ক)	(খ)	(গ)	(ঘ)	(ঙ)	(চ)	(ছ)	(জ)
১.	ই-হজ বিডি মোবাইল অ্যাপে সরকারি মাধ্যমের হজযাত্রীদের স্মার্ট প্রাক-নিবন্ধন রিফান্ড **(অর্থবছর: ২০২৩-২৪)**	**পূর্বে সমস্যা কি ছিল?** বর্তমান পদ্ধতিতে সরকারি মাধ্যমে হজে গমনের জন্য প্রাক্-নিবন্ধন সম্পন্নকারী একজন হজযাত্রী কোন কারণে হজে যেতে না চান বা হজযাত্রা বাতিল করতে চান তবে তিনি হজ নিবন্ধন কেন্দ্রে গিয়ে প্রাক্-নিবন্ধন বাতিলের আবেদন করতে পারেন। আবেদনের সময় হজযাত্রীর ব্যাংক হিসাবের তথ্য প্রদান করা হয়। হজ অফিস ঢাকা এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক রিফান্ডের আবেদন অনুমোদনের পর হজযাত্রীর ব্যাংক হিসাবে অর্থ স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। হজযাত্রীকে কেন্দ্রে গমন করতে হয় তাই সময়, অর্থ, শ্রম ব্যয় হয়। **সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে?** প্রাক্- নিবন্ধন বাতিল করতে ইচ্ছুক একজন হজযাত্রী খুব সহজে ঘরে বসেই e-Hajj BD মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে প্রাক্-নিবন্ধন বাতিলের আবেদন করতে পারছেন। হজ অফিস ঢাকা এবং মন্ত্রণালয় থেকে রিফান্ডের আবেদন অনুমোদনের পর নির্ধারিত সময়ে প্রাক্-নিবন্ধিত ব্যক্তির প্রদত্ত ব্যাংক হিসাবে রিফান্ডের অর্থ স্থানান্তরিত হচ্ছে। এতে কম সময়ে, বিনা খরচ ও ভিজিটে একজন হজযাত্রী ঘরে বসেই সেবাটি পাচ্ছেন।	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	**Play Store** https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bat.hmis&hl=en&gl=US&pli=1 **App Store** https://apps.apple.com/pk/app/ehaj/id1625546283	সমগ্র বাংলাদেশ মে ২০২৪	
২.	স্মার্ট হজ গাইড **(অর্থবছর: ২০২৩-২৪)**	**পূর্বে সমস্যা কি ছিল?** সুষ্ঠুভাবে হজ পালনে হজযাত্রীদের করণীয়, হজের সফর ও আনুষঙ্গিক কাজে সার্বিক সহযোগীতা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য হজ গাইড নিয়োগ প্রদান করা হয়। প্রতি ৪৪ জন হজযাত্রীর জন্য একজন হজগাইড নিয়োগ করা	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	https://ehaj.hajj.gov.bd/	সমগ্র বাংলাদেশ মার্চ ২০২৪	

		হয়। তাই হজ গাইড হজ ব্যবস্থাপনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকেন। পূর্বে হজ গাইডের ই-হজ সিস্টেমে কোন প্লাটফর্ম না থাকার কারনে দুই ধরনের সমস্যা সম্মুখিন হতে হতো। প্রথমত, ই-হজ সিস্টেমে হজযাত্রীর জন্য হজগাইড Assign করার প্রক্রিয়া না থাকায় অনেকক্ষেত্রে হজযাত্রী সৌদি আরবে গমনের পূর্বে তার হজগাইড সম্পর্কে জানতে পারতেন না। এছাড়াও অনেকক্ষেত্রে একজন হজযাত্রী যে গাইডের অধীনে যেতে ইচ্ছুক তার পরীবর্তে অন্য গাইডের অধীনে তাকে Assign করা হতো। অধিকন্তু, কিছুক্ষেত্রে দেখা যেত, হজযাত্রী এক ফ্লাইটে বা এক বাড়িতে এবং হজগাইড অন্য ফ্লাইটে বা অন্য বাড়িতে Assign হয়েছে। যার ফলে হজ ব্যবস্থাপনায় নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হতো। দ্বিতীয়ত, একজন হজগাইডের ই-হজ সিস্টেমে এক্সেস না থাকার কারনে তার আওতাধীন হজযাত্রীদের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য এবং তাদের হজযাত্রার প্রস্তুতি সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য সম্পর্কে জানতে পারতেন না। **সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে?** হজগাইডের ই-হজ সিস্টেমে নিবন্ধনের পর একটি ট্রাকিং নম্বর পাবেন। হজগাইড তার ট্রাকিং নম্বর দিয়ে ই-হজ সিস্টেমে গাইড লগইন বাটনে ক্লিক করার পর তার নিবন্ধিত মোবাইল নম্বরে একটি এক্সেস কোড যাবে। উক্ত এক্সেস কোড দিয়ে ভেরিফিকেশনের পর একজন গাইড তার ই-হজ সিস্টেমে ট্রাকিং এবং এক্সেস কোড দিয়ে লগইন করতে পারবেন। লগইন করার পর হজগাইড তার যাবতীয় তথ্য দেখতে পারবেন। গাইড তার আওতাধীন হজযাত্রীদের Assign করার জন্য হজযাত্রীদের ট্রাকিং নম্বর দিয়ে যুক্ত করে আবেদন করতে পারবেন এবং সম্ভাব্য ট্রাভেল প্ল্যান যুক্ত করতে পারবেন। এরপর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ পরিচালক হজ অফিস ঢাকা কর্তৃক তা অনুমোদিত হলে হজযাত্রীর গাইড নির্ধারণ, সৌদি আরবে ফ্লাইট, আবাসন, পরিবহনসহ সকল কিছু সে অনুযায়ী নির্ধারণ করা যাবে। যা সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা					

		পালন করবে। এছড়াও একজন হজগাইড তার আওতাধীন হজযাত্রীদের নিবন্ধন, পিলগ্রিম আইডি, বায়োমেট্রিক, পাসপোর্ট গ্রহন, ভিসা লজমেন্ট, ভেকসিন, আইডি কার্ড প্রিন্ট, ফ্লাইট, আবাসন, পরিবহণ ইত্যাদি হালনাগাদ তথ্য জানতে পারবেন। একজন হজযাত্রীর কোন তথ্য ঘাটতি থাকলে তা সাথে সাথে হজযাত্রীকে অবহিত করতে পারবেন ফলে যথাসময়ে হজযাত্রীগণ সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবেন। সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনায় হজগাইডের এই প্লাটফর্ম হজ ব্যবস্থাপনাকে আরোও সহজ এবং স্মার্ট করবে।					
৩.	মোবাইল অ্যাপে হজ নিবন্ধন (**অর্থবছর: ২০২৩-২৪**)	**পূর্বে সমস্যা কি ছিল?** ২০২২-২৩ অর্থবছরে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে হজযাত্রীদের সেবায় e-Hajj BD মোবাইল অ্যাপ চালু করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় এই অ্যাপ থেকে বিভিন্ন তথ্য সেবা এবং হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন ব্যবস্থা চালু করা হয়। সরকারি মাধ্যমে হজ গমনেচ্ছু একজন হজযাত্রী তার জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে e-Hajj BD মোবাইল অ্যাপে প্রাক-নিবন্ধন সম্পন্ন করে থাকেন। প্রাক-নিবন্ধিত কোন হজযাত্রী প্রাক-নিবন্ধনের ক্রমানুযায়ী হজে যাবার জন্য বিবেচিত হলে মোবাইল অ্যাপে পাসপোর্ট ব্যবহার করে নিবন্ধন সম্পন্ন করতে পারতেন না। এ বিষয়টিকে সামনে রেখে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে e-Hajj BD মোবাইল অ্যাপে হজযাত্রীদের নিবন্ধন ব্যবস্থা চালু করা হয়। মোবাইল অ্যাপে নিবন্ধন ব্যবস্থা চালুর ফলে সরকারি মাধ্যমে হজ গমনেচ্ছু একজন হজযাত্রী হজ নিবন্ধন কেন্দ্রে না গিয়ে ঘরে বসেই হজের নিবন্ধন সম্পন্ন করতে পারছেন। **সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে?** সরকারি মাধ্যমে একজন হজ গমনেচ্ছু হজযাত্রী যিনি পূর্বে হজের প্রাক্-নিবন্ধন সম্পন্ন করে হজে যাবার জন্য বিবেচিত হয়েছেন তিনি খুব সহজেই নিবন্ধন কেন্দ্রে না গিয়ে ঘরে বসেই e-Hajj BD মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে পাসপোর্ট ব্যবহার করে নিবন্ধন ভাউচার সংগ্রহ করতে পারছেন। পরবর্তীতে নিবন্ধন ভাউচার নিয়ে ব্যাংকে নিবন্ধন ফি পরিশোধের পর নিবন্ধন সম্পন্ন	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	**Play Store** https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bat.hmis&hl=en&gl=US&pli=1 **App Store** https://apps.apple.com/pk/app/ehaj/id1625546283	সমগ্র বাংলাদেশ ডিসেম্বর ২০২৩	

		করতে পারছেন এবং ব্যাংক থেকে হজ নিবন্ধন সনদ পাচ্ছেন। এতে একজন হজযাত্রীর সময়, খরচ ও ভ্রমণ সংখ্যা কমেছে।					
৪.	M/FM ক্যাটাগরির ভিসার বিষয়ে অনাপত্তির অনলাইন আবেদন ব্যবস্থাপনা (মাইগভ) (**অর্থবছর: ২০২৩-২৪**)	**পূর্বে সমস্যা কি ছিল?** বাংলাদেশে ধর্ম প্রচার বা ধর্মীয় কাজে বা কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/মিশন/সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে আগত নাগরিকগণকে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রাথমিক পর্যায়ে ০৬ (ছয়) মাসের ভিসা প্রদানের বিষয়ে অনাপত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে আগ্রহী বিদেশী নাগরিকগণ M/FM ক্যাটাগরির ভিসার অনাপত্তি প্রাপ্তির জন্য সরকার অনুমোদিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/মিশন/সংস্থার প্যাডে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করে থাকেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশের যে জেলায় আবেদনকারী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/মিশন/সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে সেই জেলার জেলা প্রশাসকের নিকট তদন্তের জন্য প্রেরণ করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আবেদনকারী বিদেশী নাগরিককে প্রাথমিক পর্যায়ে ০৬ (ছয়) মাসের ভিসা প্রদানের বিষয়ে অনাপত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। সন্তোষজনক ভাবে কার্যক্রম পরিচালনার পর বিদেশী নাগরিকগণ পুনরায় ০৫ (পাঁচ) বছরের ভিসার জন্য অনাপত্তি প্রাপ্তির আবেদন করে থাকেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে উক্ত আবেদন যথাযথ তদন্তের নিমিত্ত সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য ভিসা নবায়নের বিষয়ে অনাপত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। পূর্বে আবেদনটি ম্যানুয়ালি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে জমা প্রদান করা হতো যেখানে কোন নির্দিষ্ট ফর্ম বা টেমপ্লেট ছিল না এবং আবেদনের সময় অনেক তথ্য এবং কাগজপত্রাদি জমা প্রদানের কারনে তা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আবেদনটি প্রক্রিয়া করতে অনেক সময় লেগে যেতো।	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	**নতুন আবেদন** https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1703668206 **নবায়ন আবেদন** https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1703667513	সমগ্র বাংলাদেশ ডিসেম্বর ২০২৩	

		সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে? বিদ্যমান পদ্ধতিতে আবেদনকারীকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/ মিশন/ সংস্থার প্যাডে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ হার্ডকপিতে আবেদন করতে হয় এবং তা মেনুয়্যাল পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। বর্তমানে myGov প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইনে M/FM ক্যাটাগরির ভিসার অনাপত্তির আবেদন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। খুব সহজেই একজন বিদেশী নাগরিক অনালাইনে myGov প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ভিসার অনাপত্তির আবেদন করছেন এবং আবেদনের সাথে প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র স্ক্যান করে সংযুক্ত করতে পারছেন। আবেদন সরাসরি ই-নথি সিস্টেমে চলে আসছে, যা যথাযথ প্রক্রিয়ায় দ্রুত ই-নথির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। এতে সময়, অর্থ, ভ্রমণ সংখ্যা ও বিড়ম্বনা হ্রাস পেয়েছে।					
৫.	বেসরকারি মাধ্যমে হজগমেনেচ্ছু ব্যক্তিদের প্রাক-নিবন্ধন রিফান্ড সেবা পদ্ধতি উদ্ভাবনী ধারণার মাধ্যমে সহজিকরণ। **(অর্থবছর: ২০২৩-২৪)**	**পূর্বে সমস্যা কি ছিল?** বেসরকারি ব্যবস্থাপনার কোন হজযাত্রী যদি তাঁর হজের প্রাক্-নিবন্ধন বাতিল করে জমাকৃত অর্থ ফেরত নিতে চান তাহলে তা সহজভাবে দ্রুত সময়ের মধ্যে হজযাত্রীকে প্রদান করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। প্রাক্-নিবন্ধন বাতিল ও রিফান্ডের জন্য হজযাত্রীর প্রাক-নিবন্ধন ট্র্যাকিং নম্বর উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সি তার প্যাডে টাকা জমা প্রদানকৃত ব্যাংকের ম্যানেজার বারাবর আবেদন লিখতে হত। আবেদন দাখিলের জন্য টাকা জমা প্রদানকৃত ব্যাংকে গমন করে আবেদন দাখিল করতে হত। ব্যাংক কর্মকর্তা অনলাইনে "বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজগমনেচ্ছু ব্যক্তিদের প্রাক-নিবন্ধন রিফান্ড সেবা" সিস্টেমে রিফান্ডের রিকোয়েস্ট সম্পন্ন করে মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করতেন। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক রিফান্ডের আবেদন পর্যালোচনা, যাচাই-বাছাই এবং অনুমোদন দেয়া হত। মাসিকভিত্তিতে অনুমোদিত রিফান্ডের তালিকা প্রস্তুত করা হত এবং অর্থ প্রদানের জন্য নথির মাধ্যমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করে হজ এজেন্সির নামে চেক লিখা হত। এরপর চেক বিতরণের জন্য হজ অফিস,	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	https://prp.pilgrimdb.org/	সমগ্র বাংলাদেশ অক্টোবর ২০২৩	

		ঢাকায় প্রেরণ করা হয়ে হত এবং সংশ্লিষ্ট এজেন্সি হজ অফিস, ঢাকা থেকে চেক গ্রহণ করতেন। পরবর্তীতে হজ এজেন্সি হজযাত্রীকে রিফান্ডের অর্থ ফেরত প্রদান করতেন। এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে ২ থেকে ৩ মাস পর্যন্ত সময় লেগে যেত। **সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে?** উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সেবা সহজিকরণের জন্য এজেন্সি অনলাইনে তাঁর হজযাত্রীর প্রাক্-নিবন্ধন বাতিলের জন্য আবেদন করতে পারছেন। এরপর আবেদন ই-হজ সিস্টেমের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের পর ব্যাংক কর্তৃক যাচাইপূর্বক অনুমোদন এবং Disbursement সম্পন্ন করে BEFTN এর মাধ্যমে এজেন্সির ব্যাংক হিসেবে অর্থ স্থানান্তর করা হচ্ছে। পরবর্তীতে হজ এজেন্সি হজযাত্রীকে রিফান্ডের অর্থ ফেরত প্রদান করছেন। পুরো প্রক্রিয়া শেষ হতে সর্বোচ্চ ৫ থেকে ৭ দিন সময় প্রয়োজন হচ্ছে।					
৬.	প্রাক-নিবন্ধন সেবা সহজিকরণ ই-হজ মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে হজের প্রাক-নিবন্ধন **(অর্থবছর: ২০২২-২৩)**	**পূর্বে সমস্যা কি ছিল?** সরকারি মাধ্যমে একজন হজযাত্রীকে প্রাক-নিবন্ধন করার জন্য নিকটবর্তী হজ প্রাক-নিবন্ধন কেন্দ্রে যেতে হত। **সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে?** ই-হজ ব্যবস্থাপনা (উদ্ভাবনে রূপান্তর)-এর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে হজ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সেবাকে হজযাত্রীদের দোরগোঁড়ায় এবং হাতের মুঠোয় পৌঁছে দিতে "ই-হজ মোবাইল অ্যাপ" চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, যা হজ ব্যবস্থাপনায় তথ্যভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন এর পাশাপাশি একটি ইন্টিগ্রেটেড প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে; যেমন প্রাক-নিবন্ধন, নিবন্ধন, বিভিন্ন ধরনের আবেদন, রিফান্ড সেবা ইত্যাদি। ই-হজ মোবাইল অ্যাপ চালুকরণের প্রথম ফিচার হিসেবে হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন সেবা যুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে একজন হজযাত্রী ঘরে বসেই সরকারি মাধ্যমের প্রাকনিবন্ধন সম্পন্ন করতে পারবেন-। ২৬ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে e-Hajj BD মোবাইল অ্যাপটি উদ্বোধন করা হয়। হজযাত্রীদের হাতের মুঠোয়	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	**Play Store** https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bat.hmis&hl=en&gl=US&pli=1 **App Store** https://apps.apple.com/pk/app/ehaj/id1625546283	সমগ্র বাংলাদেশ ২৬ এপ্রিল ২০২৩	

		হজ সেবা প্রাপ্তির ফলে হজযাত্রা সহজ ও সুন্দর হবে। e-Hajj BD মোবাইল অ্যাপটি ভবিষ্যতের স্মার্ট বাংলাদেশে স্মার্ট হজ ব্যবস্থাপনায় হজ সেবার সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আত্মঃপ্রকাশ করবে। যা হবে এক অনন্য মাইলফলক।					
৭.	সরকারি ব্যবস্থাপনায়র হজগমেনেচ্ছু ব্যক্তিদের প্রাক-নিবন্ধন রিফান্ড সেবা পদ্ধতিতে উদ্ভাবনী ধারণার মাধ্যমে সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ। **(অর্থবছর: ২০২১-২২)**	**পূর্বে সমস্যা কি ছিল?** কোন হজযাত্রী যদি তাঁর হজের প্রাক্-নিবন্ধন বাতিল করে জমাকৃত সমুদয় অর্থ ফেরত নিতে চান তাহলে তা সহজভাবে দ্রুত সময়ের মধ্যে আবেদনকারী হজযাত্রীকে প্রদান করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। প্রাক্-নিবন্ধন বাতিল ও রিফান্ডের জন্য প্রাক-নিবন্ধন ট্র্যাকিং নম্বর উল্লেখপূর্বক টাকা জমা প্রদানকৃত ব্যাংকের ম্যানেজার বারাবর আবেদন লিখতে হতো। আবেদন দাখিলের জন্য টাকা জমা প্রদানকৃত ব্যাংকে গমন করে আবেদন দাখিল করতে হতো। ব্যাংক কর্মকর্তা অনলাইনে "সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজগমনেচ্ছু ব্যক্তিদের প্রাক-নিবন্ধন রিফান্ড সেবা" সিস্টেমে রিফান্ডের রিকোয়েস্ট সম্পন্ন করে মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করতেন। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক রিফান্ডের আবেদন পর্যালোচনা, যাচাই-বাছাই এবং অনুমোদন দেয়া হতো। মাসিক সকল অনুমোদিত রিফান্ডের তালিকা প্রস্তুত করা হতো এবং অর্থ প্রদানের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করে হজযাত্রীদের নামে চেক লিখা হতো। এরপর চেক বিতরণের জন্য হজ অফিস, ঢাকায় প্রেরণ করা হয়ে হতো এবং হজযাত্রীগণ হজ অফিস, ঢাকা থেকে চেক গ্রহণ করতেন। **সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে?** উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সেবা সহজিকরণের জন্য একজন প্রাক্-নিবন্ধিত হজযাত্রী অনলাইনে তাঁর প্রাক্-নিবন্ধন বাতিলের জন্য আবেদন করতে পারছেন এবং ব্যাংক কর্তৃক যাচাই পূর্বক Disbursement সম্পন্ন করে BEFTN এর মাধ্যমে হজযাত্রীর ব্যাংক হিসেবে অর্থ স্থানান্তর করা হচ্ছে।	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	https://hajj.gov.bd/bn/application-of-govt-pilgrim-pre-registration-refund/	সমগ্র বাংলাদেশ ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২	

৮.	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান সহজিকরণ। **(অর্থবছর: ২০২১-২২)**	**পূর্বে সমস্যা কি ছিল?** ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে প্রতি অর্থবছরে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত আবেদন ফর্ম পুরনের পাশাপাশি ফর্মে তিনটি প্রত্যয়ন গ্রহণ করতে হতো। প্রথমত, প্রত্যয়ন গ্রহণের জন্য স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর এর কাছে যেতে হতো; স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর কতৃক যাচাই এর পর তা প্রত্যয়ন প্রদান করা হতো। দ্বিতীয়ত, প্রত্যয়ন গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং তৃতীয়ত স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য এর কাছে যেতে হতো এবং যাচাইপুর্বক প্রত্যয়ন প্রদান করা হতো। প্রত্যয়ন গ্রহণের জন্য এতগুলো ধাপ অনুসরণ করার কারনে সেবা গ্রহিতার অনেক সময় ও অর্থ অপচয় হতো। **সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে?** বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ করার জন্য আবেদন প্রক্রিয়ায় ধাপ কমিয়ে আনা হয়েছে যার মাধ্যমে একজন উপকারভোগী পূর্বের চেয়ে অনেক সহজে, কম সময়ে ও কম খরচে আবেদন জমা দিতে পারছেন। উক্ত প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত আবেদন ফর্মটিতে পরিবর্তন আনা হয়, এবং নতুন ফরম বিতরণ করা হয়। সহজিকরণ প্রক্রিয়ায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আবেদনকারী ব্যক্তি শুধুমাত্র স্থানীয় চেয়ারম্যান/ মেয়র/ কাউন্সিলর-এর কাছে থেকে প্রত্যয়ন গ্রহণ করে আবেদন করতে পারবেন।	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	iBAS++ এর মাধ্যমে	সমগ্র বাংলাদেশ ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২	
৯.	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনুদান প্রদান **(অর্থবছর: ২০২১-২২)**	**পূর্বে সমস্যা কি ছিল?** বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত যাচাই-বাছাইয়ের পর যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেয়া হয়। এরপর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের CAFO (Chief Accounts and Finance Officer) বরাবর GO জারি করে জারিকৃত GO এর আলোকে iBAS++ এ এন্ট্রি সম্পন্ন করা হতো। CAFO কর্তৃক GO এর অথরিটি জেলা/ উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা বরাবরে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে যাচাই-বাছাইপূর্বক জেলা	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	iBAS++ এর মাধ্যমে	সমগ্র বাংলাদেশ ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২	

		প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা হতে চেক বিতরণ ও প্রাপ্তি স্বীকার গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আর্থিক বছর শেষে স্ব স্ব কার্যালয়ে বিলের মাধ্যমে বিতরণকৃত অর্থের সমন্বয়ে কাজটি করে থাকে। অনুদান প্রদানের এই প্রক্রিয়া সময় সাপেক্ষ হওয়ায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রাপ্তিতে তুলনামূলক বেশি সময় প্রয়োজন হয়। এছাড়াও উক্ত প্রক্রিয়ায় বেশি জনবলের প্রয়োজন হয়। **সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে?** ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদানের জন্য প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাই ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে EFT (Electronic Fund Transfer) এর মাধ্যমে অনুদানের অর্থ প্রদান করা হয়েছে, ফলে অতি দ্রুত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনুদান প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। বছর শেষে প্রাপ্তি স্বীকার ও সমন্বয়ের কাজটি সয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে iBAS++ এ সম্পন্ন করা হচ্ছে।					
১০.	হজ এজেন্সির ই-প্রোফাইল ম্যানেজমেন্ট **(অর্থবছর: ২০২১-২২)**	**পূর্বে সমস্যা কি ছিল?** ই-হজ সিস্টেমে সকল এজেন্সির প্রাথমিক তথ্য থাকলেও বিস্তারিত হালনাগাদ তথ্যাদি যেমন হজ এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/মালিক তাঁর এজেন্সির যাবতীয় তথ্য (ফরম-২৫) এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য যেমন ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনদ, সিভিল এভিয়েশন সনদ, অফিস ভাড়া চুক্তিপত্র/মালিকানা দলিল ইত্যাদি ছিল না। এছাড়াও বিগত বছরগুলোতে হজ কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এজেন্সির মামলা, শাস্তির তথ্যসহ প্রয়োজনীয় তথ্য সিস্টেমে পাওয়া যেত না। অধিকন্তু, দ্রুত ও নির্ভুলভাবে এজেন্সি কর্তৃক প্রদানকৃত ট্রাভেল লাইসেন্স যাচাইয়ের জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ট্রাভেল এজেন্সি সিস্টেমের সাথে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ এজেন্সির প্রোফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের আন্তঃসংযোগ (Integration) স্থাপন করা ছিল না।	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	https://hajj.gov.bd/bn/haj-agency-list/	সমগ্র বাংলাদেশ ৩০ ডিসেম্বর ২০২১	

		সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে? ২০২১-২২ অর্থবছরে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুমোদিত হজ এজেন্সির বিস্তারিত প্রোফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। উক্ত সিস্টেমে হজ এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/মালিক তাঁর এজেন্সির যাবতীয় তথ্য (ফরম-২৫) পূরণ করে এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করে (ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনদ, সিভিল এভিয়েশন সনদ, অফিস ভাড়া চুক্তিপত্র/মালিকানা দলিল ইত্যাদি) হজ ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে সাবমিট করছেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদিত ব্যবহারকারী সিস্টেমে প্রদত্ত তথ্যের সঙ্গে যাবতীয় ডকুমেন্ট যাচাই-বাছাই এর মাধ্যমে তা সুপারিশ করা হচ্ছে এবং মন্ত্রণালয়ের একজন অনুমোদকারী তা অনুমোদন করছেন। কোন ডকুমেন্ট বা তথ্যের ঘাটতি বা গরমিল (Shortfall) থাকলে মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদিত ব্যবহারকারী তাঁর বিবরণ উল্লেখ করে আবেদনটি নাকচ করে দিচ্ছেন এবং সংশোধনপূর্বক আবেদনকারী পুনরায় আবেদন প্রেরণ করছেন। এছাড়াও উক্ত প্রোফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে বিগত বছরগুলোতে হজ কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এজেন্সির মামলা, শাস্তির তথ্যসহ প্রয়োজনীয় তথ্য এন্ট্রি করা হচ্ছে। অধিকন্তু, দ্রুত ও নির্ভুলভাবে এজেন্সি কর্তৃক প্রদানকৃত ট্রাভেল লাইসেন্স যাচাইয়ের জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ট্রাভেল এজেন্সি সিস্টেমের সাথে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ এজেন্সির প্রোফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের আন্তঃসংযোগ (Integration) স্থাপন করা হয়েছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক যাচাই সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর এজেন্সির তথ্য "ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক যাচাইকৃত" হিসেবে হজ পোর্টালে প্রকাশ করা হচ্ছে।					
১১.	নিবন্ধিত হজযাত্রীদের অনলাইন নিবন্ধন রিফান্ড সিস্টেম **(অর্থবছর: ২০২০-২১)**	**পূর্বে সমস্যা কি ছিল?** ২০২০ সালে বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাবের কারণে রাজকীয় সৌদি সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বহির্বিশ্ব থেকে কোন হজযাত্রী পবিত্র হজে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	https://hajj.gov.bd/bn/application-of-registration-refund/	সমগ্র বাংলাদেশ ২০২০-২১ অর্থবছরে	

		পরিস্থিতিতে কোন হজযাত্রী যদি তাঁর হজ নিবন্ধন বাতিল করে জমাকৃত সমুদয় অর্থ ফেরত নিতে চান তাহলে তা সহজভাবে দ্রুত সময়ের মধ্যে আবেদনকারী হজযাত্রীকে প্রদান করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। **সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে?** উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় "হজযাত্রীদের অনলাইন রিফান্ড সিস্টেম" প্রবর্তন করে। এ সিস্টেমে একজন নিবন্ধিত হজযাত্রী অনলাইনে তাঁর নিবন্ধন বাতিলের জন্য আবেদন করতে পারবেন। হজযাত্রী কর্তৃক আবেদন দাখিলের পর সেটি হজ অফিস, ঢাকা ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে যাচাই-বাছাই ও অনুমোদনের পর হজযাত্রীর নিবন্ধন বাতিল হবে এবং হজযাত্রী পে-অর্ডারের মাধ্যমে অথবা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে তাঁর ব্যাংক হিসেবে অর্থ ফেরত পেয়ে থাকেন। উক্ত উদ্ভাবনী উদ্যোগ নেয়ার মাধ্যমে হজযাত্রীদের নিবন্ধন বাতিল (রিফান্ড) প্রক্রিয়া সহজিকরণ করা হয়।				চালুকৃত	
১২.	দুঃস্থ ব্যক্তিদের অনুদান প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ **(অর্থবছর: ২০২০-২১)**	**পূর্বে সমস্যা কি ছিল?** ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে প্রতি অর্থবছরে দুঃস্থ ব্যক্তিদের পুনর্বাসনে অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। একজন দুঃস্থ ব্যক্তিকে নির্ধারিত আবেদন ফর্ম পুরনের পাশাপাশি ফর্মে তিনটি প্রত্যয়ন গ্রহণ করতে হতো। একজন দুঃস্থ ব্যক্তিকে প্রত্যয়ন গ্রহণের জন্য এতগুলো ধাপ অনুসরণ করার কারনে তাঁর সময়, অর্থ এবং ভিজিট সংখ্যা বেড়ে যেতো। **সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে?** দুঃস্থ ব্যক্তিদের অনুদান প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ করার জন্য আবেদন প্রক্রিয়ায় ধাপ কমিয়ে আনা হয়েছে যার মাধ্যমে একজন উপকারভোগী পূর্বের চেয়ে অনেক সহজে কম সময়ে ও কম খরচে আবেদন জমা দিতে পারেন। উক্ত প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য দুঃস্থ অনুদানের নির্ধারিত আবেদন ফর্মটিতে পরিবর্তন আনা হয়, এবং নতুন ফরম বিতরণ করা হয়। সহজিকরণ প্রক্রিয়ায় একজন দুঃস্থ ব্যক্তি শুধুমাত্র স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর এর কাছে থেকে প্রত্যয়ন গ্রহণ করে আবেদন করতে পারবেন।	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	iBAS++ এর মাধ্যমে	সমগ্র বাংলাদেশ ২০২০-২১ অর্থবছরে চালুকৃত	

১৩.	**দুঃস্থ ব্যক্তিদের ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনুদান প্রদান** **(অর্থবছর: ২০২০-২১)**	**পূর্বে সমস্যা কি ছিল?** বিভাজন মোতাবেক দুস্থ অনুদানের অর্থ অগ্রিম উত্তোলন করে মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা রাখতে হতো। এরপর GO মোতাবেক চেক জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যাচাইপূর্বক প্রদানের জন্য প্রেরণ করতে হতো। জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক চেক বিতরণ ও প্রাপ্তি স্বীকার গ্রহণ এবং প্রাপ্তি স্বীকার মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতেন। Chief Accounts and Finance Officer ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আর্থিক বৎসর শেষে অগ্রিম উত্তোলিত টাকা সমন্বয় করতেন। অনুদান প্রদানের এই প্রক্রিয়া সময় সাপেক্ষ হওয়ায় দুস্থ অনুদান প্রাপ্তিতে তুলনামূলক বেশি সময় প্রয়োজন হতো। এছাড়াও উক্ত প্রক্রিয়ায় বেশি জনবলের প্রয়োজন হতো। **সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে?** দুঃস্থদের সহায়তার জন্য উপকারভোগীর ব্যাংকে হিসেবে EFT (Electronic Fund Transfer) অথবা মোবাইলে MFS (Mobile Financial Services) এর মাধ্যমে সরাসরি উপকারভোগীর ব্যাংক হিসেবে EFT অথবা মোবাইলে MFS এর উপকারভোগীর বিকাশ/নগদ/রকেটে একাউন্টে অর্থ প্রদান করা হচ্ছে। উক্ত সেবা সহজিকরণের মাধ্যমে অতি দ্রুত উপকারভোগীর কাছে অনুদান প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	iBAS++ এর মাধ্যমে	সমগ্র বাংলাদেশ ২০২০-২১ অর্থবছরে চালুকৃত	
১৪.	হজযাত্রীদের ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা সহজিকরণ (প্রি-এরাইভাল ইমিগ্রেশন – Route to Makkah) **(অর্থবছর: ২০১৯-২০)**	**পূর্বে সমস্যা কি ছিল?** সৌদি আরবের বিমানবন্দরে বাংলাদেশী হজযাত্রীদের ইমিগ্রেশন এর সময় অনেক সময় অপেক্ষা করতে হতো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করার কারনে হজযাত্রীরা অনেক কষ্ট ও দুর্ভোগের শিকার হতেন। হজযাত্রীদের বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবের বিমানবন্দরে ফ্লাইটে দীর্ঘক্ষণ ভ্রমণের পর দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার কারনে অনেক হজযাত্রী অসুস্থ হয়ে পরতেন। এছাড়াও হজযাত্রীদের সৌদি আরবের ইমিগ্রেশন সম্পন্ন হবার পর হজযাত্রীদের জেদ্দা বিমানবন্দর থেকে মক্কার বাড়িতে অথবা মদিনা বিমানবন্দর থেকে মদিনার বাড়িতে যাবার জন্য নির্ধারিত বাসে স্ব-স্ব লাগেজ উঠানোর জন্য আবার অনেক সময় অপেক্ষা করতে হতো।	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	প্রযোজ্য নয়	ঢাকা, বাংলাদেশ ২০১৯-২০ অর্থবছরে চালুকৃত	

		সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে? সৌদি আরবের বিমানবন্দরে বাংলাদেশী হজযাত্রীদের অপেক্ষার সময় ও কষ্ট কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশি হজযাত্রীদের সৌদি আরব অংশের ইমিগ্রেশন জেদ্দা/মদিনার পরিবর্তে ঢাকায় সম্পন্ন করা হয়। এছাড়াও হজযাত্রীদের লাগেজ পরিবহনের কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে লাগেজ সরাসরি হজযাত্রীর মক্কাস্থ হোটেলের কক্ষে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। এ কার্যক্রমের ফলে সৌদি আরবের জেদ্দায় বাংলাদেশী হজযাত্রীদের বিমান বন্দরে ০৬ থেকে ০৮ ঘন্টা অপেক্ষার সময় ও কষ্ট লাগব হয়েছে। প্রথম বছরেই অত্যন্ত সফল তাঁর সাথে বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক হজযাত্রীর ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করা হয়।					
১৫.	হজযাত্রীদের লাগেজ ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ **(অর্থবছর: ২০১৯-২০)**	**পূর্বে সমস্যা কি ছিল?** সৌদি আরবের বিমানবন্দরে বাংলাদেশী হজযাত্রীদের ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করতে অনেক সময় লাগতো। ইমিগ্রেশন সম্পন্ন হবার পর হজযাত্রীদের জেদ্দা বিমানবন্দর থেকে মক্কা অথবা মদিনার বাড়িতে যাবার জন্য নির্ধারিত বাসে স্ব-স্ব লাগেজ উঠানোর জন্য পুনরায় দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হতো। হজযাত্রীদের বাংলাদেশ থেকে সৌদিআরবে ভ্রমন, বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশন ও লাগেজ ব্যবস্থাপনার জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার কারণে অনেক কষ্ট ও দুর্ভোগ পোহাতে হতো। পরবর্তীতে গন্তব্যে পৌঁছে দেখা যায়, অনেক হজযাত্রীর লাগেজ হারিয়ে গেছে। **সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে?** সৌদিআরবের বিমানবন্দরে বাংলাদেশী হজযাত্রীদের ইমিগ্রেশন ও লাগেজ ব্যবস্থাপনার জন্য অপেক্ষার সময় ও কষ্ট কমিয়ে আনার লক্ষ্যে Makkah Route Initiative কার্যক্রমের আওতায় হজযাত্রীদের লাগেজ পরিবহন করা হয়েছে। বাংলাদেশ থেকেই সৌদি আরবের ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করা এবং লাগেজে বাড়িভিত্তিক বিশেষ রং এর স্টিকার লাগোনো হয়েছে। পরবর্তীতে হযাত্রীদের লাগেজগুলো স্টিকার অনুযায়ী সৌদি অনুমোদিত ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির মাধ্যমে হজযাত্রীর নির্ধারিত হোটেল/বাড়িতে পৌঁছে দেয়া	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	প্রযোজ্য নয়	বাংলাদেশ ও সৌদি আরব ২০১৯-২০ অর্থবছরে চালুকৃত	

		হয়েছে। হজযাত্রীদের লাগেজ সরাসরি হজযাত্রীর মক্কা/মদিনার হোটেল/বাড়ির কক্ষে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। হজযাত্রীগণ বিমানবন্দরে অপেক্ষা না করে সরাসরি নির্ধারিত বাসে স্ব-স্ব বাড়িতে চলে গিয়েছেন এবং হজযাত্রী পৌঁছার পূর্বেই লাগেজ হজযাত্রীর ঠিকানায় পৌঁছে যাওয়ায় হজযাত্রীগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন।আরবের জেদ্দায় বাংলাদেশী হজযাত্রীদের বিমান বন্দরে ০৬ থেকে ০৮ ঘন্টা অপেক্ষার সময় ও কষ্ট লাগব হয়েছে। প্রথম বছরেই অত্যন্ত সফল তাঁর সাথে বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক হজযাত্রীর ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করা হয়।					
১৬.	ইলেক্ট্রনিক হেলথ প্রোফাইল ও ই-হেলথ সনদ **(অর্থবছর: ২০১৯-২০)**	**পূর্বে সমস্যা কি ছিল?** হজযাত্রীর হজযাত্রার পূর্বে মেডিকেল প্রোফাইল এর তথ্য সিস্টেমে সময়মত হালনাগাদ না থাকার কারনে সৌদি আরবে হজযাত্রীদের চিকিৎসা প্রদানের সময় নানা রকম সমস্যা হতো। হজযাত্রীরা ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে মেডিকেল প্রোফাইল এর ফরম পুরন করতেন এবং পুরনকৃত ফরম কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে ডাটা এন্ট্রি করতে অনেক সময় লাগত এবং ত্রুটি বিচ্যুতি হতো। সৌদি আরবে চিকিৎসা সেবার সময় হজযাত্রীর তথ্য সময়মত পাওয়া যেত না। এছাড়াও হজযাত্রীরা টিকা গ্রহণ এর পর ম্যানুয়াল ভ্যাক্সিনেশন কার্ড পেতেন। এ কারনে কোন হজযাত্রী যদি টিকা গ্রহণ না করে থাকতেন তাঁর তথ্য সিস্টেমে পাওয়া যেত না। এছাড়াও ম্যানুয়াল সিস্টেম থাকার কারনে কোন হজযাত্রী কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত কিনা, অচল অক্ষম কিনা তাও জানা সম্ভব ছিল না। **সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে?** হজযাত্রীরা যাতে তাদের মেডিকেল প্রোফাইল এর তথ্য ফরম অনলাইন থেকে ডাউনলোড করতে পারেন। অনলাইন প্রোফাইল ফর্মে ট্রাকিং নং এর বিপরীতে বেসিক ইনফরমেশন যেমন নাম, ট্র্যাকিং নাম্বার, পিতা/মা তাঁর নাম, পাসপোর্ট নাম্বর ইত্যাদি তথ্য থাকবে কিন্তু স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য শুধুমাত্র অনুমোদিত চিকিৎসক স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট দেখে অনলাইনে পূরণ করেন। হজযাত্রী হেলথ প্রোফাইল প্রিন্ট করে অনুমোদিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসবেন। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মন্ত্রণালয় কর্তৃক	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	https://prp.pilgrimdb.org/web/pilgrim-search?q=N (N=হজযাত্রীর ট্র্যাকিং নম্বর)	সমগ্র বাংলাদেশ ২০১৯-২০ অর্থবছরে চালুকৃত	

		অনুমোদিত ইউজার (ডাক্তার/ নার্স/ স্বাস্থ কর্মী) সিস্টেমে প্রদত্ত তথ্যের সঙ্গে স্বাস্থের রিপোর্ট যাচাই করে তা এন্ট্রি করেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ইউজার ফরমের তথ্য নিশ্চিত করার পরই হজযাত্রীদের ইলেক্ট্রনিক হেলথ প্রোফাইল টিকার ডিজিটাল প্রত্যয়নপত্র তৈরি হবে এবং প্রিন্ট করা যায়। ইলেক্ট্রনিক হেলথ প্রোফাইল টিকার ডিজিটাল প্রত্যয়নপত্র না থাকলে হজযাত্রীদের ভিসা প্রদান করা হবে না। এর ফলে সকল হজযাত্রীদের ইলেক্ট্রনিক হেলথ প্রোফাইলসহ টিকা প্রদান নিশ্চিত করা হয়। যেহেতু হজযাত্রীদের তথ্য স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে এন্ট্রি হয়ে যায় এর ফলে পূর্বের বছরের ন্যায় আর কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে ডাটা এন্ট্রি করতে হয় না এবং এর ফলে ফলে সৌদি আরবে চিকিৎসা সেবার সময় হজযাত্রীর তথ্য সময়মত পাওয়া যায়।					
১৭.	কিউ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম **(অর্থবছর: ২০১৯-২০)**	**পূর্বে সমস্যা কি ছিল?** সৌদি আরবে মক্কা ও মদিনার বাংলাদেশ মেডিক্যাল সেন্টারে অনেক হজযাত্রী একসাথে চিকিৎসা গ্রহণের সময় অনেক সময় সঠিকভাবে কিউ ব্যবস্থা এবং সিরিয়াল অনুসারে সুশৃঙ্খলভাবে সেবা প্রদান করা কঠিন হয়ে যেতো। সম্মানিত হাজীগন বিশেষ করে বয়স্ক হাজীরা সেবা গ্রহনে ভোগান্তির শিকার হতেন। **সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে?** লক্ষাধিক হজযাত্রীর চিকিৎসা সেবা সুশৃঙ্খল করার লক্ষ্যে কিউ সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এর ফলে সম্মানিত হজযাত্রীদের দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়াতে হয়নি। হজযাত্রীদের বিশেষ করে বয়স্ক হাজিদের মেডিকেল সেবা দ্রুত দেয়া সম্ভব হয়েছে।	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	প্রযোজ্য নয়	সৌদি আরবের মক্কায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে চালুকৃত	
১৮.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় e-Recruitment চালুকরণ **(অর্থবছর: ২০১৯-২০)**	**পূর্বে সমস্যা কি ছিল?** পূর্বের প্রক্রিয়ায় আবেদনকারী ডাকযোগে আবেদন প্রেরণ করতেন। আবেদনকারীর পরীক্ষার ফি প্রদানের জন্য ব্যাংকে যেতে হত। পূর্বের প্রক্রিয়ায় সকল আবেদনকারীর তথ্য এন্ট্রির পর প্রবেশপত্র প্রিন্ট করে ডাকযোগে আবেদনকারীর ঠিকানায় প্রেরণ করা হত।	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	http://mora.teletalk.com.bd/	সমগ্র বাংলাদেশ ২০১৯-২০ অর্থবছরে চালুকৃত	

		সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে? ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেমে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে। ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেমে মোবাইলের মাধ্যমে (টেলিটক) পরীক্ষার ফি প্রদান করা যাচ্ছে। অনলাইনে আবেদন গ্রহণের কারনে মন্ত্রণালয় থেকে বিপুল পরিমান আবেদনকারীর তথ্য এন্ট্রি করতে হচ্ছে না এবং ভুল হবার সম্ভাবনাও নেই। ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেমে আবেদনকারী নিজেই প্রবেশপত্র ডাউনলোড ও প্রিন্ট করতে পারবেন। সিস্টেমের মাধ্যমে সিট প্ল্যান তৈরি, স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরীক্ষার হাজিরা শিট তৈরি, এসএমএস এর মাধ্যমে উত্তীর্ণ প্রার্থীকে ফলাফল জানানো যাচ্ছে।					
১৯.	Meeting15Minute **(অর্থবছর: ২০১৯-২০)**	**Meeting15Minute** হল একটি উদ্ভাবনী ধারণা যেখানে প্রতিদিনের নিজের দাপ্তরের কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রতিদিন সর্বোচ্চ ১৫ মিনিটের একটি ছোট কিন্তু কার্যকর সভা করা। সভায় সভাপতি তাঁর দপ্তরের সকল টিম মেম্বারদের নিয়ে প্রতিদিন এই ছোট সভা করতে পারেন যেখানে ৮-১০ মিনিট আজকের কি কি কাজ করনীয় আছে সে বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন। এছাড়াও গতকাল পর্যন্ত কারো কোন কাজ পেন্ডিং কাজ আছে কিনা তা নিয়েও আলোচনা করতে পারেন; সপ্তাহের/মাসের কি কি গুরুত্বপূর্ন কাজ রয়েছে তা লিস্ট করতে পারেন এবং সে অনুযায়ী প্রতিদিনের কাজ ভাগ করতে পারেন। এছাড়াও টিমের কোন মেম্বার আজ কি কাজ করবেন তা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। শেষ ৫ মিনিট সভাপতি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। Meeting15Minute সভাটি স্ট্যান্ডিং সভা হতে পারে বা সাধারণ সভার মতও হতে পারে। যেখানে সভাপতি মধ্যখানে দাঁড়াবেন বা বসবেন এবং টিম মেম্বারগণ তাকে ঘিরে বৃত্তাকারে থাকবেন। সভাটি যথাসম্ভব একই স্থানে এবং একই সময়ে করতে হবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সকল অনুবিভাগ ও শাখায় Meeting15Minute এর কার্যক্রম শুরু করেছে এবং সকল আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কে এর কার্যক্রম শুরু করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	প্রযোজ্য নয়	ঢাকা, বাংলাদেশ ২০১৯-২০ অর্থবছরে চালুকৃত	

২০.	হজ প্রশিক্ষণ মডিউল ডকুমেন্টারি **(অর্থবছর: ২০১৮-১৯)**	হজ বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ মডিউল ডকুমেন্টারি প্রস্তুত করা হয়েছে যা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট ও হজ বিষয়ক ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	https://hajj.gov.bd/	সমগ্র বাংলাদেশ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে চালুকৃত	
২১.	নাগরিক সেবা হটলাইন (333) এর মাধ্যমে হজযাত্রীদের তথ্য অনুসন্ধান সহজিকরণ **(অর্থবছর: ২০১৮-১৯)**	হজ বিষয়ক তথ্য অনুসন্ধানের জন্য নাগরিক সেবা হটলাইন (333) তে হজ সেবা অন্তর্ভুক্ত করা হয়।	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	প্রযোজ্য নয়	সমগ্র বাংলাদেশ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে চালুকৃত	
২২.	সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজগমনেচ্ছুদের অনলাইনে প্রাক-নিবন্ধন সেবা **(অর্থবছর: ২০১৮-১৯)**	**পূর্বে সমস্যা কি ছিল?** সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীগণ হজ অফিস, ঢাকা, সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল জেলা/বিভাগীয় কার্যালয়, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে হজের প্রাক্-নিবন্ধন করে থাকেন। তাদের প্রাক্-নিবন্ধনের জন্য ইতিপূর্বে সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীগণ তাদের সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোতে গিয়ে প্রাক-নিবন্ধন করতেন বা কল সেন্টারের মাধ্যমে প্রাক-নিবন্ধন সম্পন্ন করতেন। বেসরকারি ব্যবস্থাপনার একজন হজযাত্রী সংশ্লিষ্ট এজেন্সির মাধ্যমে প্রাক-নিবন্ধন করেন। কিন্তু সরকারি ব্যবস্থাপনার হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তি ঘরে বসে প্রাক-নিবন্ধন করতে পারতেন না। **সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে?** নতুন এই ই-সার্ভিস এর মাধ্যমে ঘরে বসেই একজন সরকারি ব্যবস্থাপনার হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তি প্রাক-নিবন্ধন করতে পারেন। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র হজযাত্রীর একটি জিমেইল একাউন্ট প্রয়োজন হবে।	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	https://hajj.gov.bd/bn/pre-registration/	সমগ্র বাংলাদেশ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে চালুকৃত	
২৩.	হজযাত্রীদের ক্ষুদেবার্তা (SMS) প্রেরণ **(অর্থবছর: ২০১৭-১৮)**	**পূর্বে সমস্যা কি ছিল?** হজযাত্রীগণ তাদের প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধনের নোটিফিকেশন; প্রশিক্ষণের স্থান ও তারিখ; টিকা গ্রহণের তারিখ ও স্থান; ভিসা; ফ্লাইট; স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ইত্যাদি নোটিফিকেশন পেতেন না। এতে অনেক সময় হজযাত্রীদের বিড়ম্বনায় পড়তে হতো এবং ভিজিটের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক সময় ও অর্থ অপচয় হতো।	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	প্রযোজ্য নয়	সমগ্র বাংলাদেশ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে চালুকৃত	

		সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে? প্রত্যেক হজযাত্রীকে এসএমএস প্রেরণ করে তথ্য সেবা এবং বিভিন্ন বিষয়ে অবগতি ও করণীয় বিষয়সমূহ অবহিত করতে নোটিফিকেশন প্রদান করা হয়ে থাকে যেমন হজযাত্রীগণ তাদের প্রি-রেজিস্ট্রেশনের ও রেজিস্ট্রেশনের নোটিফিকেশন, প্রশিক্ষণের স্থান, সময় ও তারিখে; টিকা গ্রহণের তারিখ ও স্থান; ভিসা, ফ্লাইটের, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নোটিফিকেশন এবং এছাড়াও প্রয়োজনীয় তথ্য ক্ষুদেবার্তা (SMS) প্রেরণ করা হচ্ছে। উল্লেখিত সেবা প্রদানের ফলে হজযাত্রীগণ ঘরে বসেই বিনামূল্যে বিভিন্ন তথ্য সেবা পাচ্ছেন এবং তাঁদের করণীয় সম্পর্কে জানতে পারছেন। এতে হজযাত্রীদের কোন বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে না। এছাড়া কমেছে ভিজিট সংখ্যাও।					
২৪.	হজ বিষয়ক কল সেন্টার **(অর্থবছর: ২০১৭-১৮)**	**পূর্বে সমস্যা কি ছিল?** হজযাত্রীগণ, হজ সংক্রান্ত অংশিজন বা একজন নাগরিক হজ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য যেমন হজে গমনের প্রক্রিয়া, প্রাক-নিবন্ধন, নিবন্ধন, রিফান্ড, প্রতিস্থাপন, ট্রান্সফার, ভিসা, ফ্লাইট, আবাসন বিভিন্ন প্রশ্নের জিজ্ঞাসার জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হজ অফিস ঢাকা অথবা সংশ্লিষ্ট এজেন্সির নিকট আসতেন। এতে অনেক সময় উপকারভোগীকে বিড়ম্বনায় পড়তে হতো এবং ভিজিটের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক সময় ও অর্থ অপচয় হতো। **সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে?** হজ বিষয়ক কল সেন্টার 09602666707 হজ বিষয়ক তথ্যাদি প্রদান করে থাকেন। উক্ত কল সেন্টার হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন, নিবন্ধন, ফ্লাইটের তথ্য থেকে শুরু করে হজ বিষয়ক যে কোন তথ্যাদি প্রদান করা হয়। হজ বিষয়ক কল সেন্টার চালুর ফলে দেশের লক্ষাধিক হাজযাত্রী ছাড়াও দেশে-বিদেশের যে কেউ হজ বিষয়ক যে কোন তথ্যের সর্বশেষ তথ্যাদি পাচ্ছেন। হজ বিষয়ক কল সেন্টার তথ্যাদি প্রদানের পাশাপাশি হজযাত্রীদের প্রদাকৃত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন কার্যক্রমে সার্বিক সহায়তা প্রদান করছেন যার মাধ্যমে হজ যাত্রীদের সেবা প্রাপ্তি অনেক সহজ হয়েছে।	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	প্রযোজ্য নয়	সমগ্র বাংলাদেশ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে চালুকৃত	

২৫.	হজ গাইড মোবাইল অ্যাপস **(অর্থবছর: ২০১৭-১৮)**	**পূর্বে সমস্যা কি ছিল?** হজযাত্রীগণ এবং হজ সংক্রান্ত অংশিজন হজ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য যেমন হজের হজযাত্রীদের প্রোফাইল তথ্য, হজ পদ্ধতির প্রয়োজনীয় তথ্য, ভিসা, ফ্লাইট, আবাসন করনীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা, হালনাগাদ সংবাদ ও তথ্য ইত্যাদি তথ্য খুব সহজেই পেতে কোন প্লাটফর্ম ছিল না। এছাড়াও মিনা এবং আরাফায় অনেক মানচিত্রে তাঁবুর অবস্থান ও GPS লোকেশন না জানায় অনেক হজযাত্রী হারিয়ে যেতেন এবং এতে অবর্ণনীয় কষ্ট এবং দূর্ভোগের শিকার হতেন। **সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে?** "হজ গাইড মোবাইল অ্যাপস" নামে হজযাত্রীদের জন্য একটি প্লাটফর্ম প্রস্তুত করা হয়। অ্যাপসটি Google Play Store এবং App Store থেকে ডাউনলোড করা যাবে। "হজ গাইড মোবাইল অ্যাপস" হজযাত্রীদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী দিয়ে সহায়তা করে যেমন হজের হজযাত্রীদের প্রোফাইল তথ্য, হজ পদ্ধতির প্রয়োজনীয় তথ্য, করনীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা, হালনাগাদ সংবাদ ও তথ্য, প্রার্থনার সময়, জরুরী যোগাযোগ, ঐতিহাসিক স্থান সম্পর্কে তথ্য, মানচিত্রে অবস্থান, মানচিত্রে নিকটতম স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের অবস্থান, পবিত্র কোরআন থেকে বাংলা, ইংরেজি এবং আরবি ভাষায় সমস্ত সূরার অডিও, আবহাওয়ার সংবাদ ইত্যাদি। এছারাও এই অ্যাপসটি মানচিত্রে তাঁবু অবস্থান ও GPS লোকেশন বের করতে সহায়তা করে যার মাধ্যমে একজন হাজী খুব সহজেই তাঁর কাংক্ষিত তাবুতে পৌঁছাতে পারছেন।	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	**App Store** https://apps.apple.com/sa/app/haj-guide/id1387764857 **Play Store** https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bat.pilgrimguide/	সমগ্র বাংলাদেশ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে চালুকৃত	
২৬.	হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন **(অর্থবছর: ২০১৭-১৮)**	**পূর্বে সমস্যা কি ছিল?** ২০১৫ সালে সৌদি সরকার প্রদত্ত কোটার তুলনায় হজযাত্রীদের সংখ্যা বেশি হয় এবং সে সময় হজ ব্যবস্থাপনায় অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক হজযাত্রী সেই বছরে হজে যেতে পারেননি।	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	https://prp.pilgrimdb.org/	সমগ্র বাংলাদেশ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে চালুকৃত	

		সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে? উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে রাজকীয় সৌদি সরকার এবং অন্যান্য দেশের সাথে তাল মিলিয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০১৬ খ্রি./১৪৩৭ হি. সন থেকে প্রথমবারের মত হজযাত্রীদের প্রাক নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু করেছে। হজযাত্রীদের হজে যাবার নিশ্চয়তা প্রদানের এই উদ্ভাবনের কারনে হজযাত্রীগণ নির্বিঘ্নে কোন রকম ঝামেলা ছাড়া পবিত্র হজ পালনে যেতে পারছেন। সারাবছরব্যাপী প্রাক-নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত সিস্টেম চালুর ফলে হজযাত্রীগণ নির্বিঘ্নে কোন রকম ঝামেলা ছাড়া পবিত্র হজ পালনে যেতে পারবেন। হজে গমনেচ্ছুদের জন্য প্রাক-নিবন্ধন কার্যক্রম অনেক গুরুত্বপূর্ণ। স্বচ্ছ, ত্রুটিমুক্ত ও সহজে হজ সম্পাদনের লক্ষ্যে হজে গমনেচ্ছুদের জন্য হজের প্রাক নিবন্ধন কার্যক্রম অত্যন্ত আবশ্যকীয় বিষয়। প্রাক-নিবন্ধন সিস্টেম চালুর ফলে হজ গমনেচ্ছুদের প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম। তাই হজের কার্যক্রমকে ত্রুটিমুক্ত, সহজ এবং সবার জন্য সমান উপযোগী হিসেবে নিশ্চিত করতেই এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। হজের প্রাক নিবন্ধন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের জন্য সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো- যারা চলতি বছর নিবন্ধন করা সত্ত্বেও হজ পালনে যেতে পারেনি; সে সব অতিরিক্ত হজে গমনেচ্ছু যাত্রীরা পরবর্তী বছর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হজ পালন করতে পারবেন। প্রাক্-নিবন্ধন একটি বছরব্যাপী চলমান প্রক্রিয়া। বাংলাদেশের যেকোন নাগরিক যিনি হজে যেতে ইচ্ছুক, বছরের যেকোন সময় প্রাক্-নিবন্ধন সম্পন্ন করে পবিত্র হজে গমনের জন্য প্রাক্-নিবন্ধিত হতে পারবেন।					
২৭.	ইলেক্ট্রনিক হাজিরা **(অর্থবছর: ২০১৭-১৮)**	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ০২, জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখ হতে ইলেক্ট্রনিক হাজিরা সিস্টেম চালু করা হয়।	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	প্রযোজ্য নয়	ঢাকা, বাংলাদেশ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে চালুকৃত	

২৮.	হজযাত্রীদের নিবন্ধন **(অর্থবছর: ২০১৬-১৭)**	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক হজ প্যাকেজ ঘোষণার পরে ঐ বছরের হজে যাবার নির্ধারিত ক্রমিক/সিরিয়ালের মধ্যে থাকলে প্যাকেজ অনুযায়ী ব্যাংকে টাকা জমা প্রদান এবং পাসপোর্টের তথ্য দিয়ে নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হয়। হজযাত্রী ব্যাংক থেকে নিবন্ধন সনদ সংগ্রহ করেন এবং মোবাইলে নিবন্ধিত হবার একটি SMS পান।	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	https://prp.pilgrimdb.org/	সমগ্র বাংলাদেশ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে চালুকৃত	
২৯.	তথ্য সেবায় হজ বিষয়ক হেল্পডেস্ক সেবা **(অর্থবছর: ২০১৬-১৭)**	হজ অফিস ঢাকা (আসকোনা) তে হজ সংক্রান্ত হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত হেল্প ডেস্কে হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন, নিবন্ধন, ফ্লাইটের তথ্য থেকে শুরু করে হজ বিষয়ক যে কোন তথ্যাদি প্রদান করা হয়। হজ মৌসুমে বাংলাদেশ হজ মিশন মক্কা ও মদিনায় হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়। উক্ত হেল্প ডেস্কে হজযাত্রীদের হারানো হাজি, হারানো লাগেজ, ফ্লাইট, পরিবহন সংক্রান্ত তথ্য এবং হজ বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যাদি প্রদান করা হয়। এছড়াও মিনাতে তথ্য সেবায় হজ বিষয়ক হেল্পডেস্ক স্থাপন করা হয়।	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	প্রযোজ্য নয়	ঢাকা, বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মক্কা, মদিনা, জেদ্দা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে চালুকৃত	
৩০.	কিওস্ক মেশিনের মাধ্যমে সরকারি হজযাত্রীদের রিপোর্টিং সেবা **(অর্থবছর: ২০১৬-১৭)**	সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীগণ হজ ফ্লাইটের কয়েকদিন পূর্বে হজ অফিস ঢাকায় কিওস্ক মেশিনের মাধ্যমে রিপোর্ট করেন এবং যাবতীয় দিকনির্দেশনা গ্রহন করেন। এর ফলে যে সকল হজযাত্রীগন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিপোর্ট করল না তাদের অতি দ্রুত অনুসন্ধান করা সহজ হয় এবং রিপোর্টিং করার জন্য অবহিত করা হয়।	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	প্রযোজ্য নয়	ঢাকা, বাংলাদেশ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে চালুকৃত	
৩১.	হজ বিষয়ক কল সেন্টার এবং SMS সেবায় Short Code **(অর্থবছর: ২০১৬-১৭)**	হজ বিষয়ক কল সেন্টার সেবায় +8809602666707 নম্বর ব্যবহার করা হতো। নম্বরটি বড় হওয়ায় হজযাত্রীদের পক্ষে দ্রুত সময়ে এবং সহজে কল করা কঠিন ছিল। এ কারনে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ বিষয়ক কল সেন্টার সেবায় প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহন করে এবং ১২ মার্চ ২০২৩ তারিখ হতে শর্ট কোড ১৬১৩৬ চালু করা হয়।	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	প্রযোজ্য নয়	সমগ্র বাংলাদেশ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে চালুকৃত	

৩২.	হজযাত্রীদের অনুকূলে Details Information Letter প্রদান **(অর্থবছর: ২০১৬-১৭)**	সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের অনুকূলে Details Information Letter সরাসরি হজ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম হতে প্রিন্ট করে প্রেরণ/প্রদান করা হয়ে থাকে।	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	https://hajj.gov.bd/	সমগ্র বাংলাদেশ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে চালুকৃত	
৩৩.	সৌদি আরবে অসুস্থ হজযাত্রীদের চিকিৎসা সেবায় Kiosk মেশিনের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় চিকিৎসা প্রদান **(অর্থবছর: ২০১৬-১৭)**	হজ মৌসুমে বাংলাদেশ হজ মিশন মক্কা ও মদিনায় একজন হজযাত্রী Kiosk মেশিনে পিআইডি প্রদানের মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক হেলথ প্রোফাইল সম্বলিত স্বয়ংক্রিয় চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্র প্রিন্ট হচ্ছে।	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	প্রযোজ্য নয়	সৌদি আরবের মক্কা, মদিনা, জেদ্দা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে চালুকৃত	
৩৪.	হজযাত্রীদের আবাসন, ফ্লাইট ও ভিসা ও গাইডের তথ্য **(অর্থবছর: ২০১৬-১৭)**	হজ বিষয়ক পোর্টাল (www.hajj.gov.bd) থেকে একজন হজযাত্রী ট্রাকিং নম্বর প্রদানের মাধ্যমে আবাসন, ফ্লাইট ও ভিসা ও গাইড সংক্রন্ত হালনাগাদ তথ্য অনুসন্ধান পারেন।	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	https://hajj.gov.bd/	সমগ্র বাংলাদেশ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে চালুকৃত	
৩৫.	হজযাত্রীদের GPS ট্রাকিং এর মাধ্যমে তাবু খুঁজে বের করা **(অর্থবছর: ২০১৬-১৭)**	হজ গাইড মোবাইল App এ প্রতিবছর মিনা, আরাফার তাবুর হালনাগাদ তথ্য প্রদান করা হয়। এর ফলে একজন হজযাত্রী খুব সহজেই তার কাংক্ষিত তাবু GPS ট্রাকিং এর মাধ্যমে খুঁজে বের করতে পারেন।	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	প্রযোজ্য নয়	সৌদি আরবের মক্কায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে চালুকৃত	
৩৬.	হারনো হজযাত্রী ও হজযাত্রীদের হারনো লাগেজ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম **(অর্থবছর: ২০১৬-১৭)**	হজ মৌসুমে বাংলাদেশ হজ মিশন মক্কা ও মদিনায় হেল্প ডেস্ক হজযাত্রী হারিয়ে গেলে তার তথ্য অনুসন্ধান করেন এবং হজযাত্রীকে কাংক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছে দিতে সহায়তা প্রদান করেন। একইভাবে যে হারনো লাগেজ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেও সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করা হয়।	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	প্রযোজ্য নয়	সৌদি আরবের মক্কা, মদিনা, জেদ্দা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে চালুকৃত	

৩৭.	আল-কোরআন ডিজিটাল **(অর্থবছর: ২০১১-১২)**	এ ওয়েবসাইটে পবিত্র কোরআনের বাংলা, ইংরেজী ও আরবীতে প্রতিবর্ণায়ন অনুবাদ দেখতে, শুনতে ও পড়তে পারেন।	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	http://quran.gov.bd/	সমগ্র বাংলাদেশ ২০১১-১২ অর্থবছরে চালুকৃত	

২৭/৮/২০২৪
মোঃ ইমামুল হক
ধর্ম বিষয়ক

29.08.2024
মোহাম্মদ নাজমুল হাসান
প্রোগ্রামার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার